COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

আনন্দবর্ধন

ধ্বন্যালোক প্রণেতা আচার্য আনন্দবর্ধনের বংশপরিচয় প্রায় অজ্ঞাত। তার স্বরচিত 'দেবীশতকে' তিনি নিজেকে 'নোণসূত' বলে নির্দেশ করেছেন। অতএব তাঁর পিতা নোণ- কেবল এটুকুই জানা যায়। তবে আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকপ্রণেতা হিসেবে সুপরিচিত হলেও তিনি অন্যান্য কাব্যাদিও রচনা করেছিলেন।দেবীশতক,বিষমবাণলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ আনন্দবর্ধনের নামে প্রচলিত। তবে এই সমস্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ধ্বন্যালোক উল্লেখযোগ্য।ধ্বন্যালোক গ্রন্থটি কতগুলি মূল কারিকা এবং তার ব্যাখ্যামূলক বৃত্তি নিয়ে রচিত। তবে কারিকা এবং বৃত্তির রচয়িতা আনন্দবর্ধন কিনা এ বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। কারন অনেকেই এ দুটির রচয়িতা যে আনন্দবর্ধন তা স্বীকার করেন না। তবে তার কৃতিত্ব যে কোনো অংশে কম নয় -তা নিঃসন্দেহ।

ধ্বন্যালোক গ্রন্থটি চারটি উদ্যোতে বিভক্ত।গ্রন্থে মূল কারিকার সংখ্যা একশ চৌদ্দ।প্রথম উদ্যোতের প্রথমেই আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন-

"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব-

স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে ।

কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং

তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্" ।।

এই কারিকায় তিনি যে শুধু কাব্যের আত্মার কথা বলেছেন তা নয় ধ্বনিবিরোধীদের মতবাদও খন্ডন করেছেন। তিনি অর্থকে দুইভাগে ভাগ করেছেন-বাচ্য ও প্রতীয়মান-

"যোহর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ ।

বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ" ।।

প্রতীয়মান অর্থ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব

বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্ ।

যৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং

বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু "।।

এছাড়াও প্রতীয়মান অর্থের বাচ্যার্থ থেকে প্রাধান্য, অলংকার প্রভৃতি ধ্বনির অন্তর্ভাবের অযৌক্তিকতা, ধ্বনির দুই প্রকার প্রধান ভেদ- এইসব বিষয় নিপুন যুক্তিতে উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করেছেন।

দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনির বিচিত্র বিভাগ আলোচিত হয়েছে । বস্তুধ্বনি , অলঙ্কারধ্বনি এবং রসধ্বনির মধ্যে কোনটি ধ্বনির প্রধান দুই ভেদের অন্তর্গত , রসধ্বনি এবং রসবৎ অলঙ্কারে পরস্পর পার্থক্য , গুণ ও অলঙ্কারের স্থান ইত্যাদি বিষয়ও এই উদ্দ্যোতের আলাোচ্য বিষয় । তৃতীয় উদ্দ্যোতে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির বিভাগসমূহ , বিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির শব্দশক্ত্যুদ্ভব প্রভেদের ক্ষেত্রে শব্দের ব্যঞ্জকত্বের বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে । ধ্বনির পদপ্রকাশ্যত্ব এবং শব্দপ্রকাশকত্ব , শব্দের ব্যঞ্জকতা , ঔচিত্যের গুরুত্ব , রসবিরাোধ এবং তদ্বিরোধপরিহার , ধ্বনি - গুণীভূতব্যঙ্গের স্বরূপব্যাখ্যা এবং কাব্য যে মুখ্যতঃ দুই প্রকার (চিত্রকাব্য কেবলমাত্র কাব্যানুকারমাত্র) সেই বিষয় , চিত্রকাব্যের দ্বিবিধ ভেদ স্বীকার (শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র) , ধ্বনি - গুণীভূতব্যঙ্গ্য - চিত্র কাব্যের পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে কাব্যের অসংখ্য বৈচিত্র্য (অভিনবগুপ্ত ৭৪২০ ভেদের কথা বলেছেন) এবং রীতিবাদের সমালাোচনা বিস্তৃতভাবে এই উদ্দ্যোতে স্থান পেয়েছে । অন্তিম চতুর্থ উদ্দ্যোতে ধ্বনি এবং কবিপ্রতিভার পারস্পরিক প্রভাবের কথা বলা হয়েছে । বস্তু - অলঙ্কার রসভেদে ধ্বনির ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হলেও রসভাবাদিরূপ অর্থেরই যে সর্বোৎকৃষ্টতা-অন্য দুই ধ্বনি যে রসেই বিশ্রান্তি লাভ করে , তাও এই উদ্দ্যোতে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে । রসসংযোগের ফলে পুরাতন বিষয়ও কিভাবে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে এবং নব নব কবিসৃষ্টি অব্যাহত থাকে , এসব কথাও এই উদ্দ্যোতে আলোচিত হয়েছে ।

আচার্য আনন্দবর্ধন তার পূর্ববর্তী আলংকারিকদের সকল মতবাদ সম্যক্ আলোচনা করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখলেন ভরতমুনির 'রসপ্রস্থান' ভিন্ন আর কোনো প্রস্থানেরই কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের যথার্থ অপরিবর্তনীয় মানদন্ড নিরূপিত হয়নি। গুন ,অলংকার, রীতি প্রভৃতি কাব্যের সকল তত্ত্বই যে কিছু না কিছু পরিমাণে কাব্যের শোভাহেতু, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বকে কিছুতেই কাব্যের প্রাণবস্তুরূপে স্বীকার করা যায় না। অতএব আনন্দবর্ধন যে রসপ্রস্থানেরই অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আচার্য ,সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই ।প্রথম উদ্দ্যোতের একটি কারিকায় আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলেছেন-

"কাব্যস্যাত্মা স এবার্থতথা চাদিকবেঃ পুরা ।

ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ"।।

আবার চতুর্থ উদ্যোতের বৃত্তিতে বলেছেন-"রামায়ণে হি করুণো রসঃ...শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষাবিষয়ত্বেন সূচিতঃ"। অতএব ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত যথাক্রমে করুণরস এবং শান্তরসই যে মহাকবিদ্বয়ের মুখ্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত- একথা আনন্দবর্ধন অকপটে স্বীকার করেছেন।

কুন্তক

যদিও ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি একরূপ অপরিবর্তনীয়ভাবে নিয়মিত করে দিয়েছেন ,তথাপি কোনও কোনও মনীষী পরবর্তীকালে কবিকর্মের উৎকর্ষ নতুনভাবে নির্ধারণ করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।কুন্তক কথিত বক্রোক্তি শুধু কেবলমাত্র একটি অলংকার নয় ,কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজনে কাব্যরচনাকারী কবির প্রতিভাসমুদ্ভাসিত সমস্ত উপাদানই অর্থাৎ শব্দ, অর্থ, রীতি ,গুন, অলংকার ,ধ্বনি,রস- সবই এই বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত।কুন্তকমতে এই বক্রোক্তি হল কাব্যের প্রাণ। কাব্যের উপাদান হিসাবে ধ্বনিকে কুন্তক একেবারে অস্বীকার করেননি ।এই ধ্বনি উপচারবক্রতা নামক একপ্রকার বক্রতার অবান্তরভেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।ডঃ চৌধুরীর মতে কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ ভামহের অভিমতেরই স্বরূপাদির পরিবর্ধন ও বিষয়ান্তরমাত্র। অথচ উভয়কে বিভিন্ন প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।আচার্য কুন্তক শব্দার্থের সুষ্ঠুভাবে মিলিত রূপকেই সাহিত্য বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন আসতে পারে ।একটি হচ্ছে শব্দ ও অর্থের সাহিত্য তো সর্বদাই বিদ্যমান। এই দুই উপাদানের সাহিত্য না ঘটিলে তো কাব্য হতে পারে না। অতএব এখানে বিশেষভাবে এই সাহিত্যের কথা বলার তাৎপর্য কি ?আচার্য কুন্তক এ প্রসঙ্গে বলেছেন-"ননু চ বাচ্যবাচকসম্বন্ধস্য বিদ্যমানত্বাত্ এতয়োর্ন কথঞ্চিদপি সাহিত্যবিরহঃ;সত্যমেতত্।কিন্তু বিশিষ্টমেবেহ সাহিত্যমভিপ্রেতম্।কীদৃশম্?বক্রতাবিচিত্রগুণালংকারসংপদাং পরস্পরস্পর্ধাধিরোহঃ।তেন-

"সমসর্বগুণৌ সন্তৌ সুহৃদাবিব সঙ্গতৌ।

পরস্পরস্য শোভায় শব্দার্থৌ ভবতো যথা"।।

কুন্তকের উপরোক্ত অভিমতকে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তার কাব্যবিচার গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞ বর্ণনা করেছেন।

অতএব আচার্য কুন্তক কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের প্রথম উন্মেষে বলেছেন–

"শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।

বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি"।।

কুন্তকমতে কবি প্রতিভার অপূর্ব স্পর্শে প্রচলিত শব্দার্থেই এরূপ বিদগ্ধ ভণিতি বিচ্ছিত্তিতে নিবদ্ধ হয় যে, তারা অতিশয় গৌরব ও শোভা লাভ কের। কাব্যে কবি প্রতিভাজাত ঐ বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি থাকতে হবে। সর্বশেষে কুন্তক বলেছেন যে এইরূপ রচনাকে 'তদ্বিদাহ্লাদকারী' হতে হবে।অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বজ্ঞগনকে আনন্দদান করতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের আনন্দদায়ক ,গুণালংকারশোভিত, যথাযথ মিলনে সম্মিলিত শব্দার্থের কবি–প্রতিভাজাত বিশিষ্ট বন্ধই হচ্ছে কুন্তকের মতে কাব্যশব্দবাচ্য।অর্থাৎ চরম বিশ্লেষণে কাব্য হল ভণিতিপ্রকার বা উক্তিবৈচিত্র্যবিশেষ।এই মূল কাব্যলক্ষণ হতে এসেছে কুন্তকের অলংকার সম্বন্ধে ধারণা ও সিদ্ধান্ত। তাই কুন্তক বলেছেন–

"উভাবেতাবলংকার্য্যৌ তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ।

বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে"।।

এই কারিকার বৃত্তিতে তিনি বলেছেন শব্দ ও অর্থ উভয়ই হচ্ছে অলংকার্য্য এবং এদের অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের একটিমাত্র অলংকার আছে, আর সেটি হল বক্রোক্তি।

কুন্তকের কাব্য পরিকল্পনায় গুণ ও রীতিরও বিশেষ স্থান আছে। তিনি দেশগতভাবে রীতিবিভাগ করেননি। তাহার মতে রীতির বিভিন্নতা হয়–'কবি–স্বভাবভেদনিবন্ধনত্বাত্'।কবিপ্রতিভার অনন্তত্ববশতঃ রীতিও অনন্তপ্রকার হতে পারে; তবে সাধারণভাবে বিচার করেই তিনি রীতিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন– সুকুমার ,বিচিত্র ও উভয়ের সম্মিলিতরূপ মধ্যম। কুন্তক দুই প্রকারের গুণ স্বীকার করেন –সাধারণ ও অসাধারণ ।সমস্ত কাব্যেই সাধারণ গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, অসাধারণ গুণসমূহ থাকে বিশেষ বিশেষ মার্গে। কুন্তকের মতে সৌভাগ্য, লাবণ্য ঔচিত্য –এই তিনটি গুণ হচ্ছে সর্বকাব্যসাধারণ এবং মাধুর্য, লাবণ্য ও আভিজাত্য হল বিশেষ বিশেষ মার্গদ্যোতক।বস্তুত অলংকারকে বক্রতার প্রকারভেদ বলে এবং গুণসমূহকে অলংকার বলে ঘোষণা করে কুন্তক উভয়কেই বক্রোক্তিরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর রীতিকে তো তিনি কবি আত্মার প্রকাশ বলে মনে করেন।

আচার্য কুন্তক বক্রোক্তির ছয় প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। যদিও তাদের মধ্যে বহুপ্রকার অবান্তরভেদ রয়েছে ।কুন্তক বলেছেন–

"কবিব্যাপারবক্রত্বপ্রকারাঃ সম্ভবন্তি ষট্।

প্রত্যেকং বহবো ভেদাস্তেষাং বিচ্ছিত্তিশোভিনঃ"।।

ছয়প্রকার বক্রোক্তি হল–বর্ণবিন্যাসবক্রতা,পদপূর্বার্ধবক্রতা,প্রত্যয়বক্রতা,বাক্যবক্রতা,প্রকরণবক্রতা এবং প্রবন্ধবক্রতা।

এইভাবে দেখা যায় যে আচার্য কুন্তক তার প্রতিজ্ঞানুসারে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে কাব্যের প্রাণস্বরূপ সৌন্দর্যের বিচার করেছেন ।বর্ণ থেকে শুরু করে সমগ্র রচনার কীভাবে কবি সৌন্দর্যের সুষমা ব্যাপ্ত করতে পারেন তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বিচারের দ্বারা তিনি কবিদের উত্তম কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন ।সমালোচকরা বলেন উত্তম কাব্য রচনা মূলত কবির প্রতিভা ,আর কল্পনাবৈচিত্র্য ও স্বতস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে বিচার–বিশ্লেষণ শিক্ষা করে উত্তমকাব্য রচনা করা যায় না ।বক্রোক্তিবাদ কালের বিচারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম না হলেও কুন্তকের উপস্থাপনা অভিনব বা অপূর্ব ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রুয্যক

আচার্য রুয্যক কাশ্মীর নিবাসী ছিলেন এবং তদানীন্তন কাশ্মীর নরেশ জয়সিংহের সভাকবি মংখকের কাব্যগুরু ছিলেন।রুয্যকের পিতা রাজানক তিলকও আলংকারিক ছিলেন; যিনি উদ্ভটের গ্রন্থের উপর উদ্ভটবিবেক তথা উদ্ভটবিচার নামক টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন।রুয্যকের জনপ্রিয় গ্রন্থ তথা আলংকারিক গ্রন্থ হল অলংকারসর্বস্ব। এই গ্রন্থের সূত্র তথা বৃত্তি দুটিরই রচনাকার আচার্য রুয্যক।

অলংকারসর্বস্ব ছাড়া রুয্যকের নামে আরো অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় ।তবে সেগুলির মধ্যে অলংকারসর্বস্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ।এটি তার মৌলিক রচনা এবং এতে অলংকারের বিভাজন স্পষ্টরূপে করা হয়েছে।রুয্যক ৭৫ টি অর্থালংকার এবং ৬ টি শব্দালংকার নিরূপণ করেছেন। তবে এদের মধ্যে বিকল্প তথা বিচিত্র নামক নতুন অলংকারের খোঁজ পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ কবিরাজ তার গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাবে ঋণী রুয্যকের কাছে।অপ্পয় দীক্ষিতও একে উপজীব্য করে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন।অলংকারসর্বস্বের উপর দুটি টীকা পাওয়া যায়–বিমর্ষিণী এবং সমুদ্রবন্ধরচিত টীকা।তবে জয়রথকৃত বিমর্শিনী টীকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।দীক্ষিতও পন্ডিতরাজ জগন্নাথ জয়রথের মতকে কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও কোথাও খন্ডনও করেছেন।।

Ref.

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

(1) ধ্বন্যালোক।

(২) প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা।

(৩) काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों कि निरुक्ति।